প্রথম আলো অনলাইন সংস্করণ

আয়োজন

নারীর ক্ষমতায়নের নতুন পথ

শারমিন নাহার | *তারিখ: ০৩-০৮-২০১১*

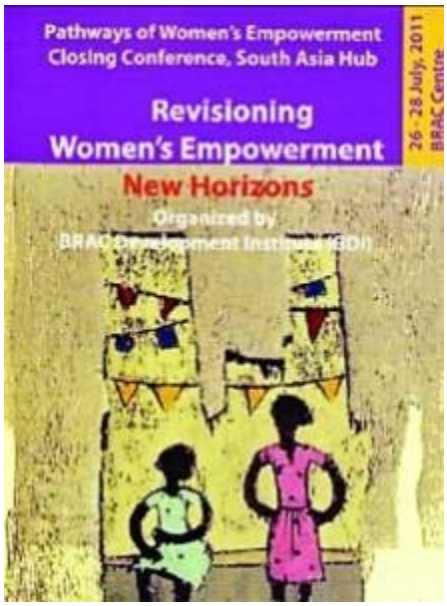

২৬ জুলাই ২০১১। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টারে অনুষ্ঠিত নারীর ক্ষমতায়নবিষয়ক আলোচনা। শুরু হলো মূল অনুষ্ঠান।

নারীর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন ও সম্ভাবনাময় পরিসর তুলে ধরার পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়নের পথে বিরাজমান বাধাগুলো আলোচিত হয়েছে ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট (বিডিআই) কর্তৃক আয়োজিত ২৬-২৮ জুলাই তিন দিনব্যাপী এই সম্মেলনে। ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের পাথওয়েজ অব উইমেন্স এমপাওয়ারমেন্ট গবেষণা কার্যক্রমের বিভিন্ন গবেষণা ফলাফল তুলে ধরা হয় এই সম্মেলনে। প্রতিটা দিনের কার্যক্রম এবং আলোচনার বিষয় আগে থেকেই নির্ধারণ করা হয়।

দেশ এবং দেশের বাইরের অতিথি এবং আলোচকেরা অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করেন নারীর অবস্থানবিষয়ক তাঁদের গবেষণালব্ধ ফলাফল। যুক্তরাজ্যের সোয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নায়লা কবির প্রথম দিন সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি বাংলাদেশের নারীদের নিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার আলোকে নারীর জীবনের বিভিন্ন দিকে যে ইতিবাচক এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন এসেছে, তা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ৭০-এর দশকের শুরুতে নারীকে কেন্দ্র করে গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও উদ্যোগ—যেমন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার সফলতা নিয়ে অনেক নেতিবাচক আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক আশঙ্কা বাস্তবে নারীর ওপর খুব সামান্যই নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে। এ ছাড়া মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকারে নারীর উপস্থিতি, উপার্জনমূলক কাজে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঘটে যাওয়া ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে তিনি দৃশ্যমান করেন।

ব্র্যাক ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউটের প্রফেসর এস এম হাশমী বলেন, 'দারিদ্র্য, অসমতা ও ন্যায়বিচার বিষয়ে নতুন ভাবনা উন্মোচন করার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন বিষয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে বিআইডি সব সময় সচেতন।' এ ছাড়া পাঁচ বছরব্যাপী পাথওয়েজ যেসব গবেষণা পরিচালনা করছে, সেগুলোকে তিনি নীতিনির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। ডিএফআইডির অর্থায়নে একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা কার্যক্রম হিসেবে বাংলাদেশসহ ঘানা, মিসর এবং আফগানিস্তানে ২০০৬ সালে পাথওয়েজ যাত্রা শুরু করে।

তিন দিনব্যাপী চলা সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে নাগরিক অধিকার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ফলাফল উপস্থাপন করেন গবেষক সিমীন মাহমুদ। তিনি বলেন, 'দরিদ্র নারীর জীবনে নাগরিক ধারণাটি কেবল ভোটার আইডি কার্ড সংগ্রহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং তাঁরা নাগরিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সামান্য জানেন। নাগরিক অধিকার অর্জনের মধ্য দিয়ে নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে।'সম্মেলনে পাহাড়ি নারীর অধিকার এবং তাদের সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেসব নারী কর্মক্ষেত্রে কিংবা জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যে নানামুখী সমস্যার সম্মুখীন হন, সেসব ঘটনা নিয়ে দেখানো হয়

তথ্যচিত্র।

সম্মেলনের শেষ দিনে পাথওয়েজ গবেষক ফেরদৌস আজিম, সামিয়া হক ও পাকিস্তান থেকে আগত গবেষক নীলাম হোসাইন নারীর জীবনে ধর্মের প্রভাব নিয়ে তাঁদের নিজ নিজ গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করেন। পাথওয়েজ কার্যক্রম সমন্বয়কারী মাহিন সুলতান বলেন, পাঁচ বছর ধরে পাথওয়েজ নারীর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এটি মূলত নারীর নানামুখী প্রতিবন্ধকতা থেকে অবমুক্তির দিকনির্দেশনা দেয়। এবারের তিন দিনের সম্মেলনে নারীর সমস্যার দিক উন্মোচন এবং আলোচনা ও মতামত সাপেক্ষে তা সমাধানের নতুন পথ বেরিয়ে আসে। আর এ জন্য যাঁরা নারী বিষয়ে কাজ করতে চান, এমন দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান, সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

প্রথম আলো

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫

ফোন : ৮১১০০৮১,৮১১৫৩০৭-১০, ফ্যাক্স : ৯১৩০৪৯৬

ই-মেইল :info@prothom-alo.com